দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষা বোর্ডে তালা

দেশের ৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রধান ফটকে গত ১৪ নভেম্বর থেকে তালা ঝুলছে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশন স্ব-স্ব বোর্ডে কম্পিউটার সেল স্থানান্তরের দাবীতে ৫টি বোর্ডে একযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই ধর্মঘট শুরু করে। ইতোমধ্যে ধর্মঘটীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের একাধিক বৈঠকও হয়েছে কিন্তু পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় অবিরাম ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে, তালা খুলেনি। ধর্মঘট যতই দীর্ঘায়িত হচ্ছে ততই পরীক্ষার্থী ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। কারণ, আগামী ৬ মার্চ এবং ৮ মে থেকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। এই লক্ষ্যে ১৬ নভেম্বর থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম বিতরণের কথা ছিল। শুরু হওয়ার কথা ছিল নবম শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ এবং পরিশোধনের কাজ শুরু করার কথা ছিল এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্রের। কিন্তু অবিরাম ধর্মঘটের ফলে এর কোন একটি কাজও শুরু করা যায়নি। ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপার।

১৯৯৪ সালে তিনটি লক্ষ্য সামনে নিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে কম্পিউটার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এ লক্ষ্যগুলো হচ্ছে ফলাফল ও মূল্যায়নে গোপনীয়তা রক্ষা করা, কম সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রদান করা এবং বোর্ডের ব্যয় সংকোচন করা। ঐ সালেই বুয়েট কম্পিউটার সেন্টারে ফল নির্ধারণ করা হলেও গত '৯৫ সালে ঢাকার একটি বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসে সবগুলো বোর্ডের জন্যই কম্পিউটার সেল খোলা হয়। এখান থেকেই '৯৫ ও '৯৬ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফল প্রকাশের কাজ করা হয়। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট নয় বোর্ডের কর্মচারীরা। তারা এই পদ্ধতির বিরোধিতা করে আসছে প্রথম থেকেই। তাদের দাবী হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে এক স্থানে কম্পিউটার স্থাপন না করে প্রত্যেকটি বোর্ডে আলাদা আলাদাভাবে কম্পিউটার সেল স্থাপন করা। তাদের যুক্তি হলো বিভিন্ন কাজ উপলক্ষে বোর্ডের চার/পাঁচ জন কর্মচারীকে প্রায় ঢাকা এসে কাজ করতে হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া পদোন্নতিসহ নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে এই পদ্ধতিতে। স্ব-স্ব বোর্ডে কম্পিউটার সেল স্থাপিত হলে এ সমস্যার সমাধান হবে।

অপরদিকে কর্তৃপক্ষ মনে করছেন, বর্তমান ব্যবস্থার ব্যত্যয় ঘটলে কম্পিউটার স্থাপনের লক্ষ্য অর্জিত হবে না। অনেকে মনে করেন, কর্মচারীদের বিরোধিতার মূল কারণ ভিন্নতর। ইতিপূর্বে বোর্ডের একটি চক্র অর্থের বিনিময়ে ফল পাল্টিয়ে দেয়ার হীন কাজে লিপ্ত ছিল। কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হওয়ায় এই চক্রটির অবৈধ আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে মনে করছেন, এই পদ্ধতির ফলে কর্মচারীদের এখন আর আগের মত গুরুত্ব নেই। তাই এ ব্যবস্থা বাতিল করতে পারলে তাদের সেই হারানো সুদিন ফিরে আসবে।

বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন যে, তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখে কেন্দ্রীয়ভাবে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করা হয়। ইতোমধ্যে তার অনেকটা অর্জিত হয়েছে। নতুন পদ্ধতি হিসাবে কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি হলেও 'লিতোকোড' ব্যবহারের ফলে ফলাফলে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা যাচ্ছে। আগে পরীক্ষক খুঁজে বের করে ফলাফল প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হত কিন্তু এখন আর তা করা সম্ভব নয়। ফলাফল প্রকাশও ত্বরান্বিত হয়েছে। পাঁচটি বোর্ডের কম্পিউটার সেল একইজায়গায় থাকায় অনেক কাজ সহজ হচ্ছে। এছাড়া যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করাও সহজ হচ্ছে। তাই বর্তমান পদ্ধতি বহাল রাখা প্রয়োজন।

যুক্তি উভয় পক্ষেরই আছে। তবে ফলাফল ও মূল্যায়নে গোপনীয়তা রক্ষা, স্বল্প সময়ে ফলাফল প্রকাশ এবং ব্যয় সংকোচন এ তিনটি লক্ষ্য অক্ষুণ্ন রেখেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতির রাহুমুক্ত করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যতই দাবী করুন আমরা এ পদ্ধতির মধ্যেও অসংখ্য ভুল-ত্রুটির প্রকাশ দেখেছি। অবশ্যই তা সংশোধন করতে হবে। সর্বোপরি ১০ লাখ পরীক্ষার্থী ও তাদের গার্জিয়ানগণ যে সীমাহীন উৎকণ্ঠায় রয়েছেন অবিলম্বে তার অবসান ঘটাতে হবে। অচিরেই বোর্ডের তালা খুলে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে হবে। ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। সুতরাং আমরা এই ধর্মঘটের অবসান চাই।